৫১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের করুণ অবস্থা প্রসঙ্গে

আমরা পাকিস্তান আমল থেকে আজ স্বাধীনতার তেইশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকিয়ে শুধু সন্ত্রাস, হত্যা, কোন্দল এবং যত রকমের হানাহানি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসের ভেতরে ঘটছে। এর একমাত্র এবং অন্যতম প্রধান কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারের পছন্দমত লোক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা। সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর। বর্তমানে সংবিধান সংশোধন করে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়সহ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয়করণের ফলে শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত গ্রুপের মধ্যে কোন্দলের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের টেন্ডার নিয়ে বিবাদের পরিণতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন। পরে শিক্ষকরা ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করলে ঐ সমস্ত অপরাধী ছাত্ররা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করে। এতে শিক্ষাঙ্গনে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। পরে শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে সরকার শিক্ষকদের ওপর থেকে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত ঘটনায় জড়িত ছাত্ররা নাকি ছাত্রদলের নেতা এবং কর্মি বলে পরে সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমার ব্যক্তিগত একটা ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। আমি ১৯৯২র ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এম, কম ফাইনাল পরীক্ষা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অংশগ্রহণ করি। আমি সকল বিষয় পরীক্ষা দেই এবং সকল বিষয় পাস করি। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা কমিটি আমাকে মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত দেখিয়ে ফেল করান। এই বিষয়ে আমি ঢাঃবিঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক- এমনকি ভাইস চ্যান্সেলর এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট লিখিত অভিযোগ পেশ করে কোন বিচার পাইনি। উপরোক্ত ঘটনাসমূহ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থা কত ভয়াবহ এবং করুণ। আমি মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলাম এতদসংক্রান্ত প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র আমার হাতে রয়েছে, যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে চ্যালেঞ্জ করে তবে আমি এইসব কাগজপত্র দেখাতে পারব। আমি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করার জন্য সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাই। সেই সাথে স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর তদন্ত করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার অনুরোধ জানাই।

আব্বাস উদ্দিন আহমদ
এম, কম শেষ পর্ব ব্যবস্থাপনা (দিবা),
রোল নং ৭৯৬২, ১৯৮৮ ইং,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, ঢাকা।